**কাজী নজরুল ইসলাম** (২৫ মে [১৮৯৯](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%AF%E0%A7%AF)  ২৯ আগস্ট ১৯৭৬; ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ [বঙ্গাব্দ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6)) [রাঢ় বাংলায়](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97) জন্ম নেওয়া একজন বাঙালি কবি এবং পরবর্তী কালে [বাংলাদেশের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6) জাতীয় কবি। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অগ্রণী [বাঙালি](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF) কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও দার্শনিক যিনি বাংলা কাব্যে অগ্রগামী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রগতিশীল প্রণোদনার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি [বাংলা সাহিত্য](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF), সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখযোগ্য[[১]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE#cite_note-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE-1) এবং তিনি ছিলেন বাঙালি মনীষার এক তুঙ্গীয় নিদর্শন। [পশ্চিমবঙ্গ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97) ও [বাংলাদেশ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6) –দুই বাংলাতেই তার [কবিতা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE) ও [গান](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8) সমানভাবে সমাদৃত। তার কবিতায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাকে বিদ্রোহী *কবি* নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[[৪]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE#cite_note-4) তার কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার এবং সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা মননে কাজী নজরুল ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ এবং সৈনিক হিসেবে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নজরুল সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার। তার কবিতা ও গানে এই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। *অগ্নিবীণা* হাতে তার প্রবেশ, *ধূমকেতু*র মতো তার প্রকাশ। যেমন লেখাতে বিদ্রোহী, তেমনই জীবনে – কাজেই "বিদ্রোহী কবি", তার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে উভয় বাংলাতে প্রতি বৎসর উদযাপিত হয়ে থাকে।

নজরুল এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ধর্মীয়। স্থানীয় এক [মসজিদে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6) সম্মানিত [মুয়াযযিন](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%A8) হিসেবেও কাজ করেছিলেন। কৈশোরে বিভিন্ন [থিয়েটার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%95) দলের সাথে কাজ করতে যেয়ে তিনি [কবিতা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE), [নাটক](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%95) এবং সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। [ভারতীয় সেনাবাহিনীতে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80) কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। এসময় তিনি [কলকাতাতেই](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE) থাকতেন। এসময় তিনি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। প্রকাশ করেন *বিদ্রোহী* এবং *ভাঙার গানের* মতো কবিতা; *ধূমকেতুর* মতো সাময়িকী। জেলে বন্দী হলে পর লিখেন *রাজবন্দীর জবানবন্দী*, এই সব সাহিত্যকর্মে [সাম্রাজ্যবাদের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6) বিরোধিতা ছিল সুস্পষ্ট। ধার্মিক মুসলিম সমাজ এবং অবহেলিত ভারতীয় জনগণের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালোবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন ধারার জন্ম দেন। এটি হল [ইসলামী সঙ্গীত](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80_%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4) তথা [গজল](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%9C%E0%A6%B2), এর পাশাপাশি তিনি অনেক উৎকৃষ্ট [শ্যামা সংগীত](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4) ও হিন্দু ভক্তিগীতিও রচনা করেন। নজরুল প্রায় ৩০০০ গান রচনা এবং অধিকাংশে সুরারোপ করেছেন যেগুলো এখন [নজরুল সঙ্গীত](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF) বা "নজরুল গীতি" নামে পরিচিত এবং বিশেষ জনপ্রিয়।

মধ্যবয়সে তিনি [পিক্‌স ডিজিজে](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%B8_%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9C&action=edit&redlink=1)[[৭]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE#cite_note-ILL-7) আক্রান্ত হন। এর ফলে আমৃত্যু তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। একই সাথে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। [বাংলাদেশ সরকারের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0) আমন্ত্রণে ১৯৭২ সালে তিনি সপরিবারে [ঢাকা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE) আসেন। এসময় তাকে বাংলাদেশের জাতীয়তা প্রদান করা হয়। এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**জন্ম ও প্রাথমিক জীবনঃ** ১৮৯৯ সালের ২৪শে **মে ( জ্যৈষ্ঠ ১১ , ১৩০৬ বঙাব্দ)** ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চরুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন কাজী নজরুল ইসলাম।চরুলিয়া গ্রামটি আসানসোল মহকুমার জেলার জামুরিয়া ব্লকে অবস্থিত। পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহর পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদা খাতুনের ৬ষ্ঠ সন্তান তিনি। তার বাব ফকির আহমদ ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মাযারের খাদেম। নজরুলের তিন ভাইয়ের মধ্যে কাজী আলী হোসেন এবং দুই বোনের মধ্যে সবার বড় কাজী সাহেবজান ও কনিষ্ঠ উম্মে কুলসুম। কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল “দুখু মিয়া” নজরুল স্থানীয় মসজিদে মুয়াজ্জিনের কাজ করেন।মক্তবে কুরআন , ইসলাম ধর্ম, দশর্ন এবং ইসলামী ধর্ম ত্তত্ব অধ্যায়ন শুরু করেন।১৯০৮ তার পিতার মৃত্যু হয় , তখন তার বয়স মাত্র নয় বছর। পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক অভাব অনটনের কারনে তার শিক্ষা জীবন বাধাগ্রস্ত হয় এবং দশ বছর বয়সে কাজে নামতে হয়। এসময় নজরুল মক্তব থেকে নিম্ন মাধ্যমিক বিদালয় পাশ করে উক্ত মক্তবেই শিক্ষকতা শুরু করেন। একই সাথে হাজী পালোয়ানের কবরের সেবক ও মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে দায়িত্ব পালিন করেন। এইসব কাজের মাধ্যমে অল্প বয়সেই ইসলামের মৌলিক নিয়ম কাননের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান এবং পরবর্তী কালে বিপুল্ভাবে তার সাহিত্য কর্মে প্রভাবিত করে। তিনিই বাংলা সাহিত্যে ইসলামী চেতনার চর্চা শুরু করেন বলে জানা যায়। মক্তব বা মাজারে কাজী নজরুল ইসলাম বেশি দিন ছিলেন না। অল্প বয়সেই লোক সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে” লেটো” দলে যোগ দেন। তার চাচা কাজী বজলে করিম চুরুলিয়া গ্রামের লেটো দলের বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় তার দখল ছিল। এছাড়া বজলে করিম মিশ্র ভাষায় গান রচনা করতেন। ধারনা করা হয় বজলে করিমের প্রভাবেই কাজী নজরুল লেটো দলে যোগ দিয়েছিলেন।এছাড়া ঐ অঞ্চলের জনপ্রিয় লেটো কবি শেখ চকোর ও কবিয়া বাসুদেবের লেটোও কবি গানের দলেও কবির নিয়মিত অংশগ্রহন ছিল। লেটো দলেই কবির সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। এই দলের সাথে তিনি বিভিন্ন স্থানে যেতেন, তাদের কাছ থেকে অভিনয় শিখতেন এবং তাদের নাটকের জন্য কবিতা ও গান লিখে দিতেন। নিজ কর্ম এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যায়ন শুরু করেন। একই সাথে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ অর্থ্যৎ পূরাণসমূহ অধ্যায়ন শুরু করেন। সেই অল্প বয়সেই তার নাট্যদলের জন্য বেশ কিছু লোকসংগীত রচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে চাষার সঙ,শকুনীবধ, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ,রাজা যুধিটষ্ঠিরের সঙ, দাতা কর্ণ, আকবর বাদশাহ, কবি কালীদাশ, বিদ্যাভূতুম, রাজপুত্রের গান এবং মেঘনাদ বধ।একদিকে মসজিদ ,মাজার ও

মক্তব জীবন অপর দিকে লেটো দলের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কাজী নজরুলের ইসলামের সাহিত্যক জীবনের অনেক উপাদান সরবরাহ করেছ।নজরুল কালীদেবী কে নিয়ে প্রচুর শ্যামা গান লিখেছেন। তার শেষ ভাষনে তিনি উল্লেখ করেন – “কেঊ বলেন আমার বানী যবন কেঊ বলেন কাফের। আমি বলি এ দুটোর কোনটাই না। আমি শুধু হিন্দু মুসলিম কে এক যায়গায় ধরে নিয়ে হ্যান্ডশেক করানোর চেষ্টা করেছি,গালাগালিকে গলাগলিতে পরিনত করার চেষ্টা করেছি।” ১৯১০ সালে কবি লেটো দল ছেড়ে ছাত্র জীবনে ফিরে আসেন। লেটো দলে তার প্রতিভায় সবাই যে মুগ্ধ তার প্রমাণ নজরুল লেটো ছেড়ে আসার পর অন্য শীষ্যদের রচিত গান “ আমরা অধীন হয়েছি ওস্তাদহীন/ভাবি তাই নিশি,দিন বিষাদ মনে/ নামেতে নজরুল ইসলাম কি দিব গুনের প্রমাণ”। এই নতুন ছাত্র জীবন ছিল রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুল, এর পর ভর্তি হন মাথরুন উচ্চ ইংরেজী স্কুলে যা, পরবর্তী কালে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউশ্ন নামে পরিচিত লাভ করে। মাথরুন স্কুলের তৎকালি প্রধান শিক্ষক ছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক তিনি সেই কালে বিখ্যাত কবি হিসেবেও পরিচিত ছিল। তার সান্নিধ্য নজরুলের অনুপ্রেরণার একটি উৎস। কুমুসরঞ্জন স্মৃতিচারন করতে যেয়ে বলেছেন যে, ছোট সুন্দর ছনমনে ছেলেটি, আমি ক্লাস পরিদর্শ্ন করতে গেলে সে আগেই প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া তাহাকে আদর করিতাম।সে বড় লাজুক ছিল। যাহোক আর্থিক সমস্যা এখানে তাকে বেশি দিন পড়াশুনা করতে দেইনি। ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পরে আবার তাকে কাজে ফিরে যেতে হয়। প্রথমে যোগদেয় বাসুদেবের কবি দলে। এরপর একজিন খ্রিস্টান রেলওয়ে গার্ডের খানসামা এবং সব শেষে আসানসোলের রুটির দোকানে রুটি বানানোর কাজ নেন। এভাবে বেশ কষ্টের মাঝেই তার বাল্য জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। এদোকানে কাজ করার সময় আসানসোলের দারোগা রফিজউল্লাহর সাথে তার পরিচয় হয়। দোকানে একা একা বসে নজরুল যে সব গান , কবিতা রচনা করতেন তা দেখে দারোগা রফিজউল্লাহ তার প্রতিভার পরিচয় পান। তিনিই নজরুল ইসলাম কে ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপর স্কুলে সপ্তম শ্রেণুতে ভর্তি করে দেন।১৯১৫ সালে আবার রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ফিরে যান এবং সেখানে অষ্টম শ্রেণি থেকে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এখানেই পড়াশোনা করেন। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে মাধ্যমিক প্রিটেষ্ট পরিক্ষা না দিয়েই তিনি সেনাবাহিনী তে তে যোগ দেন। এই স্কুলে নজরুল অধ্যয়ন কালে চার জন শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরা হলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গিতের সতীশ্চন্দ্র কাঞ্জিলাল, বিপ্লবি চেতনাবিশিষ্ট নিবারণচন্দ্র ঘটক, ফার্সি সাহিত্যের হাফিজ নুরুন্নবী এবং সাহিত্য চর্চার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপ্যাধ্যায়।

**সৈনিক জীবন**

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে নজরুল সেনাবাহীনিতে যোগ দেন। প্রথমে কোলকাতার **ফোর্ট উইলিয়ামে** এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত প্রদেশে **নওশেরায়** যান। প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে সৈনিক জীবন কাটাতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন ১৯১৭ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ আড়াই বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি **৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের** সাধারণ সৈনিক **কর্পোলার** থেকে **কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার** পর্যন্ত হয়েছিলেন। উক্ত রেজিমেন্টের পাঞ্জাবী মৌলবির কাছ থেকে ফার্সি ভাষা শেখেন। এছাড়া সহ-সৈনিকদের সাথে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত রাখেন, গদ্য- পদ্যের চর্চাও চলতে থাকে একই সাথে।করাচি সেনানিবাসে বসে নজরুল যে রচনাগুলো সম্পন্ন করেন তার মধ্যে রয়েছে বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী(প্রথম গদ্য রচনা), মুক্তি (প্রথম প্রকাশিত কবিতা); গল্পঃ হেনা,ব্যথার দান, মেহের নেগার, ঘুমের ঘোরে কবিতা সমাধি ইত্যাদি। এই করাচি সেনানিবাসে থাকা সত্ত্বেও কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এর মধ্যে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী,মর্ম্মবাণী,সবুজপত্র, সওগাত এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় এবং ফার্সি কবি হাফিজের কিছু বই ছিল। এই সূত্রে বলা যায় নজরুলের সাহিত্য চর্চার হাতেখড়ি এই করাচি সেনানিবাসেই।সৈনিক থাকা অবস্থায় তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। এই সময় নজরুলের বাহিনির ইরাক যাবার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় আর যাননি। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হলে **৪৯ বেঙল রেজিমেন্টে** ভেঙে দেওয়া হয়। এর পর তিনি সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

**সাংবাদিক জীবন**

যুদ্ধ শেষে কলকাতায় এসে নজরুল ৩২নং কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন। তার সাথে থাকতেন এই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফফর আহমদ। এখান থেকেই তার সাহিত্য-সাংবাদিকতার মূল কাজগুলো শুরু হয়।প্রথম দিকেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ,উপাসনা প্রভূতি পত্রিকায় তার কিছু লেখা প্রকাশিত হয়।এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস বাঁধন হারা এবং কবিতা বোধন,শাত-ইল-আরব, বাদল প্রাতের শরাব,আগমনী, খেয়া পারের তরুণী,কোরবানি, মহররম, ফাতেহা-ই-দোয়াজদম এই লেখাগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়।এর প্রেক্ষিতে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারত পত্রিকায় খেয়া পারের তরুণীও বাদল প্রাতের শরাব কবিতা দুটির প্রশংসা করে একটি সমালোচনা প্রবন্ধ লিখেন। এ থেকেই দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকদের সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় শুরু হয়।বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে কাজী মোতাহার হোসেন, মোজাম্মেল হক,কাজী আব্দুল ওদুদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আফজালুল হকে প্রমুখের সাথে পরিচয় হয়।তৎকালীন কলকাতার দুটি জনপ্রিয় সাহিত্যিক আসর গজেনদার আড্ডা ও ভারতীয় আড্ডায় অংশগ্রহনের সুবাদে পরিচিত হন অতুলপ্রসাদ সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমাঙকুর আতর্থী,শিশির ভাদুড়ী,শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, নির্মেলন্দু লাহিড়ী, ধর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ প্রমুখের সাথে। ১৯২১ সালে অক্টোবর মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা করেন। তখন থেকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় ছিল।কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে নজরুল ইসলামের বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে।নজরুল সঙ্গীতের স্বরলিপি গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র। নজরুল নিজেই স্বরলিপি করেছিলেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই ১২ তারিখে **নবযুগ** নামক একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষপটে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেরে বাংকা এ,কে। ফজলুল হক। এই পত্রিকার মাধ্যমেই কাজী নজরুল ইসলাম নিয়মিত সাংবাদিকতা শুরু করেন।ঐ বছরই এই পত্রিকায় প্রকাশিত **“মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে”** শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যার জন্য পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং নজরুলের উপর পুলিশের নজরদারী শুরু হয়। যাই হোক সাংবাদিক্তার মধ্যমেই তৎকালিন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। একই সাথে মুজফফর আহমদের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমতিতে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ছোটখাট অনুষ্টানের মাধ্যমে কবিতা ও সঙ্গীতের চর্চাও চলছিল একাধারে। তখনও নিজে গান লিখে সুর দেওয়া শুরু করেননি। তবে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতজ্ঞ মোহিনী সেনগুপ্তা তার কয়েকটি কবিতায় সুর দিয়ে স্বরলিপিসহ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে ‘ হয়তো তোমার পাব দেখা’ ওরে এ কোন স্নেহ সুরধুনী সওগাত পত্রিকার ১৩২৭